تأليف
محمد بن صالح العثيمين
رحمه الله

ترجمة
محمد شفت الرحمن

নামায ত্যাগকারীর বিধান

মূলঃ
আল্লামা শায়খ
মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল-উসাইমীন (রাহেঃ)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بسلطانة
تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
E.mail : Sultanah22@hotmail.com
THE COOPERATIVE OFFICE FOR CALL & FOREIGNERS GUIDANCE AT SULTANAH
Tel:4240077 Fax:4251005 P.O.Box:92675 Riyadh:11663 K.S.A. E-mail: sultanah22@hotmail.com

নামায ত্যাগকারীর বিধান

মূলঃ

আল্লামা শায়খ

মুহাম্মাদ বিন সালেহ্ আল উসাইমীন

Namaz Thekkarer Vidhan
(Bengali)

Author
Al-Shaikh Muhammed Salih Al Usaimin

Translator: Mutie-Ul-Rehman Al Sulti

অনুবাদকের আরয

كلمة المترجم

আরবী পুস্তিকা "হুকুম তারেকুস সালাত" - এর অর্থ নামায ত্যাগকারীর বিধান নামক মূল আরবী পুস্তিকাটি মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় আমার অধ্যায়নকালে নযরে পড়ে। ঐ সময় থেকেই পুস্তিকাটির অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা আমি উপলব্ধি করি, কিন্তু সময়-সুযোগ না ঘটায় অনুবাদে বিলম্ব হয়। বর্তমানে 'ইসলামী সেন্টার' আল-বুকাইরিয়াতে, আমি কর্ম জীবনে নিয়োজিত হবার পর ডাইরেক্টর সাহেবের অনুমতিক্রমে ইহার অনুবাদে প্রয়াসী হই-আলহামদুলিল্লাহ্। এবং আমার সাধ্যমত ইহা সহজ ও সরল ভাষায় অনুবাদ করি। এই পুস্তিকাটির মূল লেখক মুসলিম জাহানের বিখ্যাত আলেম সৌদি আরবের আল্লামা শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালেহ্ আল উসাইমীন (হাফিযাহুল্লাহ্) উক্ত পুস্তিকাটিতে সংক্ষেপে যেভাবে "নামায ত্যাগকারী" সম্পর্কে সর্ব বিষয়ে ইসলামী বিধানকে উপস্থাপন করেছেন- তা আজ পর্যন্ত অন্য কোন নামাযের আরকান আহ্কাম সম্বলিত পুস্তিকায় এরূপ ব্যাপকতা আছে বলে আমার বিশ্বাস হয়না। তাই, মহান আল্লাহর নিকট আরয করি যে, যদি খাকসারের পরিশ্রম দ্বীনী ভাইদের জন্য সঠিক মাসয়ালা বুঝতে সহায়ক হয় তবে নিজ শ্রমকে সার্থক বলে মনে করব ইনশা-আল্লাহ্।

মূল আরবী হতে পুস্তিকাটি অনুবাদে কিছু এটিবিচ্যুতি হয়ে থাকতে পারে এটা মোটেই বিচিত্র নয়। তাই বিদগ্ধ ও সুধী পাঠকের সৎপরামর্শ ও সুচিন্তিত অভিমত ইনশা-আল্লাহ্ সাদরে গৃহীত হবে এবং পুস্তিকাটির পুনঃর্মুদ্রন কালে বিবেচিত হবে।

–অনুবাদক,

মতীউর রহমান আব্দুল হাকীম সালাফী।

ভূমিকা

المقدمة

সকল প্রশংসা এক আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি একক, তাঁর কোন শরীক বা অংশীদার নেই, যিনি নিখিল বিশ্বের মালিক, যিনি দ্বীনকে(ইসলাম) পূর্ণতা দান করেছেন ও মুসলিম উম্মাহ-র জন্য এই দ্বীনকে কল্যানের পাথেয় স্বরূপ নির্বাচন করেছেন।

দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁরই বিশেষ বান্দা ও রাসূল আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হে অসাল্লাম) এর উপর। যিনি হিদায়েত(সুপথ) ও সত্যধর্ম সহকারে বিশ্বজগতের করুনা ও নিখিল বিশ্বের আদর্শ নমুনা এবং (আল্লাহর) সমস্ত দাসের উপর দলীল হিসাবে এবং অতিরঞ্জন, বিদআত(নবপ্রথা) ও পাপাচার হতে মুক্ত থেকে তাঁর প্রভুর আনুগত্য করার আহবান করেছেন। হে আল্লাহ! তোমার করুনা বর্ষন কর তাঁর উপর ও তাঁর বংশধর, সহচরবৃন্দ এবং যারা কিয়ামত পর্যন্ত রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলায়হে অসাল্লাম) প্রদর্শিত পথের অনুসারী হয়ে থাকবেন।

"হুকমু তা-রেকুস সালাত" (নামায পরিত্যাগকারীর বিধান) নামক পুস্তিকার ভূমিকা লেখার সুযোগ লাভে নিজেকে ধন্য মনে করে মহান আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। পুস্তিকাটিতে "নামায পরিত্যাগকারীর বিধান" সম্পর্কে যে সকল মাসয়ালার সমাবেশ ঘটেছে এবং 'নামায ত্যাগকারীর' ইসলামের দৃষ্টিতে 'মালিকানা বা অভিভাবকত্ব ক্ষুন্ন', 'নামায ত্যাগকারীর'– 'আত্মীয়দের মীরাস লাভে অন্তরায় সৃষ্টি,' 'মক্কা ও তার হারাম এলাকায় প্রবেশ নিষিদ্ধ', 'তার জবেহ্‌কৃত গৃহপালিত জন্তু হারাম', মৃত্যুর পর জানাযা ও মাগফেরাত কামনা হারাম, মুসলিমা মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হারাম,– এধরনের বহু মাসয়ালা মাসায়েল সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক অর্থপূর্ণ শরীয়তী বিধান এই পুস্তিকাতে সংকলিত হয়েছে, যা অদ্যাবধি বাংলা ভাষায় আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি। তাই নামায ত্যাগ কারীর উপর শরীয়তের ফয়সালা কুরআন ও হাদীসের উদাহরণে সমৃদ্ধ এমন পুস্তিকার আবশ্যকতা তীব্র ভাবে অনুভূত হওয়ায় আমার স্নেহাস্পদ ভাই মতীউর রহমান সালাফী মুসলিম জাহানের বিখ্যাত আলেম সৌদি আরবের আল্লামা শায়েখ মুহাম্মদ বিন সালেহ্ আল উসাইমীনের (হাফিযাহুল্লাহ্) একটি ছোট পুস্তিকা যা মুসলিম জাহানের বাঙালী ভাইদের জন্য তুলনামূলক ভাবে অধিক ফলপ্রসূ ও উপযোগী বিবেচিত হওয়ায় তিনি অতি

সরল বাংলায় অনুবাদ করে মুসলিম উম্মাহ্কে উপহার দিলেন। ইনশাআল্লাহ দ্বীনি বাঙালী ভাইরা এর দ্বারা বিশেষ ভাবে উপকৃত হবেন - এ কথা আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, বাংলা ভাষায় এযাবৎ প্রকাশিত নামায সম্পর্কীয় অসংখ্য পুস্তিকার মধ্যে এটি একটি বিরল ও অনন্য- বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত বলে আশা করছি। ইনশা-আল্লাহ পুস্তিকাটি যদি কোন পাঠক গভীর মনযোগ সহকারে আদ্যপান্ত পাঠ করেন তবে আমাদের দাবী বাস্তব সত্য বলে প্রমাণিত হবে। হে আল্লাহ্! তুমি এই পুস্তিকার মূল লেখক ও অনুবাদককে তোমার খাস অনুগ্রহদ্বারা পুরস্কৃত কর এবং সুধী পাঠক সমাজকে এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার তাওফীক দাও– আমীন।

পরিশেষে মহান আল্লাহর নিকট আরও প্রার্থনা করি যে, এই খাকসারকে তোমার দ্বীনী ইলম দান কর ও কুরআন-হাদীসের সর্মথনপুষ্ট জীবন যাপন করার তাওফীক দান কর- আমীন– সুম্মা আমীন।

ওয়া আখিরু দা'ওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

–মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম বিন মৌলানা হযরত আলী।

الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلاهادى له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أمابعد..

আজকাল সচরাচর অধিক সংখ্যক মুসলিম এমন রয়েছে যারা নামাযে উদাসীন থাকে ও তা বিনষ্ট করে এমনকি অনেকে অলসতা ও অবহেলা করে তা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে।

এটা একটা জটিল সমস্যা যাতে আজকের মানুষেরা জর্জরিত। আর ইসলামী উম্মাহ্-র আলেমগণ ও ইমামগণ শুরু থেকে আজ পর্যন্ত এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষন করে আসছেন ; তাই আমি এ সম্বন্ধে যা কিছু সম্ভব লেখা ভাল মনে করছি।

আমার আলোচনা দু'টি পরিচ্ছেদে ইনশা আল্লাহ সমাপ্ত হবে।

প্রথম পরিচ্ছেদঃ নামায ত্যাগকারী সম্পর্কে বিধান।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ নামায ত্যাগ করার কারণে বা অন্য কোন কারণে মুরতাদ (ইসলাম বিমূখ) হলে তার বিধানাবলী।

মহান আল্লাহর নিকট আমরা এই প্রার্থনা করি যেন আমরা এ ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের সন্ধান পেতে সক্ষম হই।

"প্রথম পরিচ্ছেদ"

নামায ত্যাগকারী সম্পর্কে বিধান ঃ-

এটা জ্ঞানপূর্ণ মাসয়ালা সমূহের অন্যতম একটি (বিরাট) মাসয়ালা, যে ব্যাপারে শুরু থেকে আজ পর্যন্ত বিদ্বানগণ মতভেদ করে আসছেন, - তাই এই বিষয়ে ইমাম আহম্মদ বিন্ হাম্বল বলেন ঃ "নামায ত্যাগকারী কাফের" হয়ে যায়, আর এমন কুফরীতে

নিমজ্জিত হয়, যা দ্বীন ইসলামের গন্ডি হতে বহিস্কার করে দেয়। তাকে হত্যা করা হবে যদি সে তওবা করতঃ নামায না প্রতিষ্ঠা করে।

ইমাম আবু হানীফা, মালেক ও শাফেয়ী(রহঃ) বলেনঃ সে ফাসেক হয়, কাফের হয় না।

অতঃপর উপরোল্লিখিত ইমামগণের নিকট এ ব্যাপারেও মতভেদ রয়েছে যে তাকে হত্যা করা হবে কি না ? - ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (রহঃ) বলেন,-তাকে হদ (শাস্তি)স্বরূপ হত্যা করা হবে, আর ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন, - তাকে শাসন স্বরূপ শাস্তি দেয়া হবে হত্যা করা হবে না।

কাজেই এই মাসয়ালা যখন দ্বিমত বিশিষ্ট মাসয়ালা সমূহের অর্ন্তগত তখন আল্লাহর বিধানের দিকে ও সুন্নাতে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলায়হি অয়াসাল্লাম) দিকে (আমাদের) প্রত্যাবর্তন করা আবশ্যক। কারণ মহান আল্লাহ এরশাদ করেনঃ-

" وما اختلفتم فيه من شئ فحكمه إلى الله"

অর্থাৎ "তোমাদের মাঝে যে ব্যাপারে মতভেদের সৃষ্টি হয়, উহার ফয়সালা করা আল্লাহরই কাজ।"-(আশ্ শূরা-১০)

আরো ইরশাদ হচ্ছে ঃ

" فإن تنازعتم فى شئ فردوه إلى الله و الرسول إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الأخر، ذلك خير وأحسن تاويلا"

"অতঃপর তোমাদের মধ্যে যদি কোন ব্যাপারে মতবৈষম্যের সৃষ্টি হয় তবে উহাকে আল্লাহর ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি অয়াসাল্লাম)এর দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা প্রকৃতই আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার হয়ে থাক। ইহাই সঠিক কর্মনীতি ও পরিণতির দিক দিয়ে ও এটা উত্তম।"(আন্ নিসা-৫৯)

আর মতভেদ কারীগণ একে অপরের মত মেনে নিতে পারেন না, কারন প্রত্যেকেই নিজের মতকে সঠিক ও নির্ভুল মনে করেন। আর একজনের মত অন্য জনের মতের উপর গ্রহণের দিক

দিয়ে অগ্রাধিকার নয়। তাই উভয়ের মত বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য একজন বিচারকের দরকার, আর সেই বিচারকের ফয়সালার দিকে প্রত্যাবর্তন করা আবশ্যক, আর সেই বিচারের মাধ্যম হচ্ছে আল্লাহর কিতাব(কুরআন) ও রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলায়হে অয়াসাল্লাম) এর সুন্নত(হাদীস)।

যখন আমরা এই সমস্যাকে কিতাব ও সুন্নার দিকে সমর্পন করব ও উহার মাপকাঠিতে যাচাই করব তখন আমরা এই ফয়সালায় উপনীত হতে পারব যে, কিতাব ও সুন্নাহ্ নামায ত্যাগকারীকে কাফের ঘোষনা করেছে, যা এমন মারাত্মক ধরণের কুফরী যা দ্বীন ইসলাম হতে বহিষ্কার করে দেয়।

দলীল সমূহঃ

প্রথমত : পবিত্র কোরআন হতে :- মহান আল্লাহ সূরা তাওবায় এরশাদ করেনঃ

" فإن تابوا وأقامو الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم فى الدين"

" তবে এখন যদি তারা তওবা করিয়া নামায পড়ে ও যাকাত প্রদান করে, তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই।" (আত্তাওবা-১১)

এবং সূরা মরিয়মে এরশাদ করেনঃ–

" فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، فأولئك يدخلون الجنة ولايظلمون شيئا"

"পরন্তু তাদের পর সেই অযোগ্য অবাঞ্ছিত লোকেরা তাদের স্থলাভিষিক্ত হল যারা নামাযকে বিনষ্ট করল আর মনের লালসা–বাসনার অনুসরণ করল। অতএব অচিরেই তারা গুমরাহীর পরিনামের সম্মুখীন হবে। অবশ্য যে তওবা করবে, ঈমান আনবে ও

নেক আমল অবলম্বন করবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের উপর কোন প্রকার জুলুম করা হবে না।"(মারইয়াম ৫৯-৬০)

দ্বিতীয় আয়াত যা সূরা মারইয়াম থেকে উল্লেখিত তা নামায ত্যাগকারীর কুফরী এই ভাবে প্রমান করে যে আল্লাহ পাক নামায বিনষ্টকারী ও মনের লালসা বাসনার অনুসরণ কারীদের সম্বন্ধে বলেনঃ "إلا من تاب وآمن"

অর্থাৎ "কিন্তু যারা তাওবা করবে এবং ঈমান আনবে।" একথা বুঝায় যে তারা নামায বিনষ্ট করার সময়কালে ও লালসা-বাসনার অনুসরণ কালে মু'মিন ছিলনা।

প্রথম আয়াত যা সূরা তাওবা থেকে উদ্ধৃত যা নামায ত্যাগ কারীর কুফরী এইভাবে প্রকট করে যে মহান আল্লাহ বহুত্ববাদীদের ও আমাদের মাঝে শর্তারোপ করেছেন।

(১) যেন তারা শির্ক হতে তাওবা করে।

(২) যেন তারা নামায প্রতিষ্ঠিত করে।

(৩) আর যেন যাকাত প্রদান করে।

তৎপর তারা যদি শির্ক হতে তওবা করে কিন্তু নামায কায়েম না করে ও যাকাত প্রদান না করে তবে তারা আমাদের ভাই নয়।

আর যদি তারা নামায কায়েম করে কিন্তু যাকাত না দেয় তবুও তারা আমাদের ভাই হতে পারে না।

আর দ্বীনি ভ্রাতৃত্ব তখনই পুরোপুরিভাবে লোপ পায় যখন মানুষ দ্বীন থেকে সম্পূর্ণরূপে বহিষ্কৃত হয়। অতএব, ফাসেকীর বা ছোট কুফরীর(কৃতঘ্নতার) কারণে দ্বীনি ভ্রাতৃত্ব খতম হতে পারে না।

"হত্যার পরিবর্তে হত্যা"-র (কেসাসের) আয়াতে মহান আল্লাহ কি বলেছেন তা কি লক্ষ্য করেছেন?

এরশাদ হচ্ছেঃ-

"فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف و أداء إليه بإحسان"

"অবশ্য তার (হত্যাকারীর)ভাইয়ের পক্ষ থেকে যদি তাহাকে কিছুটা মাফ করে দেওয়া হয়[১] তবে প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ করবে এবং সুন্দর ভাবে তাকে তা প্রদান করবে ।"

(আল বাকারাহ-১৭৮)

এখানে আল্লাহ ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকারীকে হত্যাকৃত ব্যক্তির ভাই বলে আখ্যায়িত করেছেন, অথচ ইচ্ছাকৃত ভাবে হত্যা করা কবিরা গোনাহ্ সমূহের মধ্যে সব চেয়ে বড় গোনাহ্। কারণ, মহান আল্লাহ্র এরশাদ হচ্ছেঃ-

" ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما "

"আর যে ব্যক্তি কোন মু'মিন ব্যক্তিকে জেনে বুঝে হত্যা করবে তার শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম, তাতে সে চিরদিন থাকবে, তার উপর আল্লাহর গযব ও অভিশাপ এবং আল্লাহ তার জন্য কঠিন শাস্তি নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।" (আন নিসা৯৩)

অতঃপর, মু'মিনদের দুই দল যারা পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে তাদের সম্বন্ধে মহান আল্লাহ যা আলোচনা করেছেন তা কি একটু ভেবে দেখেছেন?

এরশাদ হচ্ছেঃ-

" وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ......إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم "

"আর যদি ঈমানদার লোকদের মধ্যে হতে দুটি দল পরস্পরে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে পড়ে তবে তাদের মধ্যে সন্ধি করে দাও।"-(হুজুরাত-৯,১০)

মহান আল্লাহ এই আয়াতে সম্পর্ক গঠনকারী দলের ও যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত দু'দলের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের কথা প্রকট করলেন অথচ

(১)অর্থাৎ কেসাসের পরিবর্তে কেসাস না নিয়ে যদি হত্যাকৃত ব্যক্তি ওয়ারিস গণ দিয়াতে বা অর্থদণ্ডের উপর রাজী হয়।

মু'মিন ব্যক্তির সঙ্গে লড়াই করা কুফুরী কাজ। যেমন সহীহ ও বিশুদ্ধ হাদীসে প্রমাণিত আছে যা ইমাম বোখারী রাহেমাহুল্লাহ ও অন্যান্য ইমামগণ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি অয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ-

سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر

মুসলিম ব্যক্তিকে গালিগালাজ করা ফাসেকী কাজ, আর তার বিরুদ্ধে লড়াই করা কুফরী কাজ।

কিন্তু এটা এমনই কুফরী যে যা দ্বীন হতে বহিষ্কারকারী নয়। কারণ যদি প্রকৃত পক্ষে দ্বীন হতে বহিষ্কারকারী হত তবে সেই কুফরীর সাথে ঈমানী ভ্রাতৃত্ব থাকত না, অথচ উক্ত আয়াতে লড়াইয়ে লিপ্ত থাকা সত্বেও ঈমানী ভ্রাতৃত্ব বহাল থাকা প্রমাণ করে। এখানে উপলব্ধি করা গেল যে, নামায ত্যাগ করা এমনই কুফরী কাজ যা নামায ত্যাগকারীকে দ্বীন ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়, কারণ তা যদি ফাসেকী কাজ অথবা ছোট কুফরী হত তা হলে ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ব নামায ত্যাগের জন্য খতম হয়ে যেত না, যেমন মু'মিন ব্যক্তির হত্যার ও তার বিরুদ্ধে লড়াই করলেও দ্বীনি ভ্রাতৃত্ব বিলুপ্ত হয় না।

তবে যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, যাকাত অনাদায়ের জন্য কি কেউ কাফের হয়ে যাবে? যেমনটা সূরা তাওবার আয়াত থেকে বুঝা যায়।

(তার) প্রতি উত্তরে আমরা বলতে পারি যে, যাকাত ত্যাগকারীও কাফের এটা কতিপয় বিদ্বানগণের অভিমত এবং ইমাম আহম্মদ বিন হাম্বল রাহেমাহুল্লাহ্ থেকে দুটি মত বর্ণিত হয়েছে তার একটি।

কিন্তু আমাদের নিকট সঠিক মত এই যে, সে কাফের হবে না, অবশ্য তার জন্য ভয়ানক শাস্তি রয়েছে যা মহান আল্লাহ তার কিতাবে ও নবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি অয়াসাল্লাম) তাঁর হাদীসে উল্লেখ করেছেন। সেই সব হাদীস সমূহের একটি হাদীস যা সাহাবী

আবু হোরাইরা হতে বর্ণিত নবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি অয়াসাল্লাম) যাকাত অনাদায়কারীর শাস্তির কথা আলোচনা করতে গিয়ে পরিশেষে বলেছেনঃ- অতঃপর সে তার পথ দেখা পাবে হয় জান্নাতের দিকে আর না হয় জাহান্নামের দিকে। ইমাম মুসলিম রাহেমাহুল্লাহ্ "যাকাত অনাদায়কারীর পাপ" - নামক পরিচ্ছেদে উক্ত হাদীসটি বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেন এবং এই হাদীসটি প্রমাণ করে যে "যাকাত অনাদায়কারী কাফের নয়। কারণ সে যদি কাফের হয়ে যেত তাহলে তার জন্য জান্নাতে যাবার কোন অবকাশ থাকত না।

অতএব এই হাদীসটির (منطوق) (বাহ্যিক অর্থ) সূরা তাওবার আয়াতের (مفهوم) ভাবার্থের উপর প্রাধান্য পাবে। কারণ (منطوق) বাহ্যিক অর্থকে(مفهوم) ভাবার্থের উপর প্রাধান্য দেয়া হবে, যেমন উসূলে ফেকাহ (ফেকাহর কায়দা কানূনে) বলা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ হাদীস হতে

(১) নবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি অয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন ঃ-

"إن بين الرجل و بين الشرك و الكفر ترك الصلاة ."

"নিশ্চয় মানুষ ও শির্ক ও কুফরীর মাঝে পৃথককারী বিষয় হচ্ছে নামায ত্যাগ করা।" উক্ত হাদীসটি ইমাম মুসলিম ঈমানের অধ্যায়ে আব্দুল্লাহর পুত্র জাবের হতে আর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি অয়াসাল্লাম হতে বর্ননা করেন।

(২) বোরাইদা বিন হোসাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্নিত তিনি বলেন , আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি অয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছিঃ

" العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر"

"আমাদের ও তাদের(কাফেরদের) মাঝে চুক্তি হচ্ছে নামাযের, অতএব যে ব্যক্তি নামায ত্যাগ করল সে কুফরী করল।"

উক্ত হাদীসটি ইমাম আহম্মদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ্ রাহমাতুল্লাহ বর্ণনা করেছেন।

আর এখানে কুফরীর অর্থ হলো, এমন কুফরী যা মানুষকে মিল্লাতে ইসলামী থেকে বহিষ্কার করে দেয়। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি অয়াসাল্লাম নামাযকে মু'মিন ও কাফেরদের মাঝে পৃথককারী বলে ঘোষনা করেছেন।

আর এটা সকলের নিকট সুবিদিত যে, কুফরী মিল্লাত, ইসলামী মিল্লাতের পরিপন্থী। তাই যে ব্যক্তি এই অঙ্গিকার পূর্ণ না করবে সে কাফেরদের অর্ন্তভূক্ত হয়ে যাবে।

(৩) সহীহ মুসলিমে উম্মে সালামা হতে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি অয়াসাল্লাম বলেছেনঃ-

" ستكون أمراء، فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضى وتابع، قالوا أفلا نقاتلهم ؟ قال لا ماصلوا "

"ভবিষ্যতে এমন নেতা ও আমীর হবে যাদের কতকগুলো কার্যকলাপ ভাল হবে, আবার কতকগুলো খারাপ হবে, অতএব, যে ব্যক্তি তা ভাল করে জেনে নিবে সে মুক্তি পাবে। আর যে ব্যক্তি প্রতিবাদ করল সে নিরাপত্তা পেয়ে গেল। কিন্তু যে ব্যক্তি তাদের কর্মনীতির উপর সন্তুষ্ট থাকল ও তাদের অনুসরণ করল(তারা পাপের ভাগীদার হবে) সাহাবাগন বললেনঃ- আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবনা? তিনি বললেন, না, যতদিন তারা নামায প্রতিষ্ঠিত করবে।"

(৪) আরো সহীহ মুসলিমে আউফ বিন মালেক হতে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি অয়াসাল্লাম বলেছেনঃ-

" خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، ويصلون عليكم و تصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم، قيل يارسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة ."

"তোমাদের শ্রেষ্ঠ নেতা তাঁরা যাদের তোমরা ভালবাস (এবং) তাঁরা ও তোমাদের ভালবাসেন, তাঁরা তোমাদের জন্য দোয়া করেন এবং তোমরাও তাদের জন্য দোয়া কর। আর তোমাদের অসৎ

প্রকৃতির (দুষ্ট) নেতাগণ তারা যাদের সাথে তোমরা শত্রুতা কর আর তারা তোমাদের সঙ্গে শত্রুতা করে। আর যাদের তোমরা অভিশাপ কর পক্ষান্তরে তারাও তোমাদের উপর অভিশাপ করে। কোন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলঃ হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে আমরা কি তাদেরকে তরবারী দ্বারা নির্মূল করে দেবনা? তিনি বল্লেনঃ না, যতদিন পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে নামায প্রতিষ্ঠিত রাখবে।"

পরিশেষে উল্লেখিত হাদীসে একথা প্রমাণিত হয় যে, যদি নেতাগণ নামায কায়েম না করে তবে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষনা করা ও যুদ্ধ করা আবশ্যক। আর ততক্ষন পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ও যুদ্ধ করা জায়েয নয় যতক্ষন তারা প্রকাশ্য কুফরীতে লিপ্ত হয়। এই ব্যাপারে আমাদের নিকট মহান আল্লাহর তরফ হতে অকাট্য দলীল রয়েছে। কারণ এ ব্যাপারে ওবাদা বিন আস্ সামেত(রাযি আল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীস রয়েছে তিনি বলেনঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি অয়াসাল্লাম আমাদিগকে (ইসলামের) দাওয়াত দিলেন, অতঃপর আমরা তাঁর সঙ্গে বাইয়াত করলাম, আমাদের সাথে যেসব ব্যাপারে বাইয়াত নেয়া হলো,তা হলো এই যে, আমরা আনুগত্য ও কথামত চলার বাইয়াত করছি, তা সুখে হোক বা দুঃখে হোক, কঠোরতা হোক বা সরলতাই হোক বা আমাদের উপর অন্যদের প্রাধান্য দেয়া হোক। আর আমরা যেন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির নিকট হতে নেতৃত্ব ছিনিয়ে না নিই। তিনি বল্লেন হ্যাঁ, তবে যদি তোমরা প্রকাশ্য কুফরী দেখ যে ব্যাপারে তোমাদের নিকট আল্লাহর তরফ হতে সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকে। তবে বিদ্রোহ ঘোষনা করতে পার। (বোখারী - মুসলিম)

অতএব নামায ত্যাগ করার ফলে তাদের - নেতৃবর্গের- উপর থেকে আনুগত্য উঠিয়ে নেয়া বা তাদের সাথে তরবারী নিয়ে লড়াই করাকে যে ভাবে আখ্যায়িত করেছেন এর উপর নির্ভর করে নামায

ত্যাগ করা প্রকাশ্য কুফরী ইহাই আল্লাহর নিকট হতে আমাদের জন্য জলন্ত প্রমান।

• • •

কুরআন বা হাদীসে কোথাও ইহা উল্লেখিত নেই যে, নামায বর্জনকারী কাফের নয় কিংবা সে ঈমানদার। এ ব্যাপারে (অতিরিক্ত) যা কিছু পাওয়া যায় তা হচ্ছে কতিপয় দলীল সমূহ যা তাওহীদের (আল্লাহর একত্বতার) ফযীলত ও মাহাত্ম বর্ণনা করে, সে তাওহীদ হচ্ছেঃ এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, "আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অয়াসাল্লাম হলেন আল্লাহর রাসূল।" আর সেই সব দলীল সমূহ হয়তো কতক শর্তাবলীর সঙ্গে সম্পৃক্ত যা সেই দলীলেই বিদ্যমান, যে শর্ত হিসাবে নামায ত্যাগ করা সম্ভব হতে পারে না। অথবা এমন বিশেষ অবস্থার সাথে জড়িত যাতে মানুষ নামায ত্যাগ করলে মা'যুর(অপারগ) বলে মনে করা যেতে পারে। অথবা সেই দলীল সমূহে ব্যাপকতা রয়েছে, তাকে নামায ত্যাগকারীর কুফরীর প্রমাণপঞ্জীর সাথে মিলিয়ে নিতে হবে। কারণ নামায ত্যাগকারীর কুফরীর দলীল সমূহ হচ্ছে খাস (বিশেষ অবস্থায় বলা হয়েছে) আর খাস (বিশেষ দলীল) 'আমের' (ব্যাপকতাপূর্ণ দলীলের) উপর অগ্রাধিকার পাবে।

তবে যদি কোন ব্যক্তি একথা বলে যে, যে সব দলীলসমূহ নামায ত্যাগকারীকে কাফের হওয়া প্রমাণ করে তা থেকে তাদেরকে বুঝায় যারা নামাযের অপরিহার্যতাকে অস্বীকার করে তা ত্যাগ করবে, একথা কি ঠিক নয়?

আমরা প্রতি উত্তরে বলতে পারি যে, এটা সঠিক নয়, কারণ তাতে দু'দিক হতে ত্রুটি দেখা দিবে।

প্রথমতঃ সেই গুনকে উপেক্ষা করা যার উপর বিধান রচনাকারী গুরুত্ব দিয়েছেন, এবং তার সাথে বিধান সংশ্লিষ্ট করেছেন।

কারণ বিধান রচনাকারী নামায ত্যাগ করাকেই কুফরী বলে বিবেচিত করেছেন, নামায অস্বীকার শর্ত নয়।

আর নামায প্রতিষ্ঠার উপর ধর্মীয় ভ্রাতৃত্বের স্থাপন হয়, নামাযের ফরয হওয়ার অঙ্গীকারের উপর নয়। তাই আল্লাহ একথা বলেন নাই, তারা যদি তাওবা করে ও নামায ফরয (অপরিহার্য) হওয়ার অঙ্গীকার করে। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অয়াসাল্লাম একথা বলেননি যে মানুষ ও শির্ক - কুফরীর মধ্যে পৃথক কারী হচ্ছে নামাযের ফরয হওয়াকে অস্বীকার করা। অথবা একথাও বলেননি যে আমাদের ও তাদের (কাফেরদের) মধ্যে চুক্তি হচ্ছে নামাযের অপরিহার্য্যতাকে স্বীকার করা। অতএব, যে ব্যক্তি নামাযের অপরিহার্য্যতাকে অস্বীকার করবে সে কাফের হয়ে যাবে।

আর যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্য তাই হত তাথেকে প্রত্যাবর্তন সেই কথার পরিপন্থী হত যে ব্যাপারে পবিত্র কোরআন অবতীর্ন হয়েছে, এরশাদ হচ্ছে ঃ-

' ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شئ'

"আর আমরা তোমার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছি যা প্রত্যেকটি বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনা দানকারী।" (আন্ নাহাল- ৮৯)

আরও তিনি স্বীয় নবীকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

' وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم'

" আর এই যিকর তোমার প্রতি নাযিল করেছি যেন তুমি লোকদের সামনে সেই শিক্ষা ধারার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষন করতে থাক যা তাদের জন্য নাযিল করা হয়েছে।" (আন্ নাহাল–৪৪)

দ্বিতীয়ত ঃ এমন এক গুণের লক্ষ্য রাখা যার উপর বিধান রচনাকারী কোন বিধানের ভিত্তি রাখেন নাই।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের অপরিহার্য্যতাকে অস্বীকার করা সেই ব্যক্তির কুফরীর কারণ যে তার ফরয হওয়া থেকে অজ্ঞাত নয়, সেই ব্যক্তি নামায পড়ুক আর নাই পড়ুক। অতএব, যদি কোন ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে, এবং নামাযের সমস্ত শর্তাবলী, আরকান সমূহ, ওয়াজিব ও মুসতাহাব বস্তু সহ তা প্রতিষ্ঠিত করে, কিন্তু তার ফরয হওয়াকে বিনা কারণে অস্বীকার করে তবে সে কাফের বলে বিবেচিত হবে অথচ সে নামায ত্যাগ করেনি। (এখানে) এটা থেকে একথা পরিস্কার হয়ে গেল যে, এই সমস্ত দলীলকে কেবল সেই ব্যক্তির উপর প্রযোজ্য করা, যে ব্যক্তি নামাযের অপরিহার্য্যতাকে অস্বীকার করে তা বর্জন করে, একথা ঠিক নয়। বরং সঠিক কথা এই যে, নামায ত্যাগকারী কাফের, যে কুফরী ইসলাম হতে বহিষ্কার করে দেয়। যেমন কি ইবনে আবী হাতিম স্বীয় সুনানে ওবাদা বিন সামেত হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অয়াসাল্লাম আমাদিগকে অসীয়ত করেন ঃ আল্লাহর সাথে কোন বস্তুকে অংশীস্থাপন কর না এবং ইচ্ছাকৃত ভাবে নামায ত্যাগ কর না, কারণ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামায পরিত্যাগ করল সে মিল্লাত ইসলাম থেকে বহিষ্কার হয়ে গেল।

আর আমরা যদি অস্বীকার কৃত নামায ত্যাগের অর্থ বুঝি, তাহলে বিশেষ ভাবে নামাযকেই উল্লেখ করার কোনই অর্থ থাকেনা, কারণ এই হুকুম (বিধান) যাকাত, রোযা ও হজ্জ সবকে শামিল করে, তাই যে ব্যক্তি উপরোক্ত জিনিসের কোন একটিকে তার ফরয হওয়াকে অস্বীকার করে ত্যাগ করবে সে ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে, যদি সে তার বিধান হতে অজ্ঞ না থাকে।

আর যেমন নামায ত্যাগকারীর কুফরী কোরআন ও হাদীসের দলীল সম্মত, তেমনি জ্ঞান ও যুক্তি সম্মত।

নামায ত্যাগ করে কি করে কোন ব্যক্তির ঈমান থাকতে পারে ? যে নামায হচ্ছে দ্বীনের খুঁটি। আর যার ফযীলত ও মাহাত্ম

বর্ণনা এমন ভাবে হয়েছে যাতে প্রত্যেক জ্ঞানী মু'মিন ব্যক্তি তা প্রতিষ্ঠার জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে অগ্রসর হবে। আর সেই নামায ত্যাগের উপর এমন শাস্তি বর্ণিত হয়েছে যাতে প্রত্যেক জ্ঞানী মু'মিন তা বিনষ্ট ও ত্যাগ করা হতে বিরত থাকবে। এতদসত্ত্বেও নামায ত্যাগকারীর ঈমান থাকতে পারেনা।

তবে কেউ যদি একথা বলে যে, নামায ত্যাগকারীর ক্ষেত্রে কুফরীর অর্থ অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা কি হতে পারে না ? (কুফরে মিল্লাত নয়) যা ইসলাম হতে বহিষ্কার করে দেয়। অথবা তার অর্থ বৃহত্তর কুফরী নয় বরং ক্ষুদ্রতর কুফরী ?

অতএব এটা ঠিক তেমনি যেমন অন্য হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অয়াসাল্লাম বলেনঃ

মানুষের দুটি কর্ম যা হচ্ছেঃ কারও বংশে কটুক্তি করা এবং মৃতব্যক্তির জন্য নূহা(উচ্চঃস্বর করে কাঁদা)।

আর যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অয়াসাল্লাম বলেনঃ-

কোন মুসলিমকে গালিগালাজ ফাসেকী কাজ এবং মুসলিম ব্যক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করা কুফরী কাজ, আরও এধরনের হাদীস রয়েছে।

(তার) উত্তরে আমরা বলব যে এই নামায ত্যাগের কুফরীকে উপরোক্ত কাজের ধারনা করা কয়েকটি কারণে সঠিক নয়ঃ

প্রথমতঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অয়াসাল্লাম নামাযকে কুফ্র ও ঈমানের মাঝে ও মু'মিনদের ও কাফেরদের মাঝে পৃথককারী সীমা নির্দ্ধারিত করেছেন। আর সীমা তার অন্তর্ভুক্ত এলাকাকে অন্যান্য ক্ষেত্র হতে পৃথক করে, কারণ দুটি ক্ষেত্র একে অপরের পরিপন্থী। তাই একে অপরের মধ্যে অন্তর্নিহিত হতে পারে না।

দ্বিতীয়ঃ নামায হচ্ছে ইসলামের রুকন্(স্তম্ভ) সমূহের একটি রুকন্ কাজেই উহার পরিত্যাগকারীকে যখন কাফের বলা হয়েছে,

তখন সেই কুফরী এমনই বিষয় হবে যা ইসলাম হতে বহিষ্কার করে দেয়।

কারণ সে ব্যক্তি ইসলামের রুকন্ সমূহের একটি রুকন্‌কে ধ্বংস করল। কিন্তু তাদের ব্যাপারটা ভিন্ন যারা কুফরীর কোন কাজ করে ফেলল।

তৃতীয়ঃ এ ব্যাপারে অনেক দলীল রয়েছে যা হতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, নামায বর্জনকারী এমন কাফের যা ইসলাম হতে বহিষ্কার করে দেয়। তাই কুফরীর সেই অর্থই নেয়া আবশ্যক যা দলীল সমূহ প্রমাণ করে যেন এই সমস্ত দলীল একে অপরের অনুকূলে হয়ে যায়।

চতুর্থঃ (এখানে) কুফরের ব্যবহারের(দলীলসমূহ) বিভিন্নতা দেখা যায়। তাই নামায ত্যাগের ব্যাপারে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অয়াসাল্লাম) ফরমায়েছেনঃ–

" بين الرجل و بين الشرك و الكفر ترك الصلاة"

এখানে "الكفر" আলকুফর শব্দটি "ال" (আলিফ লাম) এর সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে যা প্রমাণ করে যে কুফ্‌রের অর্থ হচ্ছে প্রকৃত "কুফরী"। কিন্তু "كفر" (আলিফ লাম) ব্যাতীত" দ্বারা অথবা "كفر" কাফারা কর্মসূচক বাক্যের দ্বারা যা বুঝা যায় সেই কর্ম হচ্ছে কুফরীর অন্তর্গত, অথবা কাফারা কর্মসূচক বাক্যের দ্বারা যা বুঝা যায় সেই কর্ম হচ্ছে কুফরীর অন্তর্গত, অথবা সে ব্যক্তি এই কাজে কুফরী করল মাত্র কিন্তু সেই কুফরী তাকে ইসলাম হতে বহিষ্কার করে না।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ্ রহমাতুল্লাহ আলায়হি স্বীয় কিতাব (ইকতিযাও সিরাতিল মুসতাকিমে,৭০ পৃষ্ঠায়, ছাপা সুন্নতে মুহাম্মাদীয়া) এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেনঃ

"إثنتان فى الناس هما بهم كفر"

"মানুষের মধ্যে দুটি বস্তু হচ্ছে কুফরের অন্তর্ভুক্ত।"

তিনি বলেনঃ এখানে কুফরীর অর্থ (উভয় কাজ দুটিই হচ্ছে কুফরী) যা মানুষের মধ্যে বিদ্যমান, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, যে কোন ব্যক্তির মধ্যে কুফরীর কোন শাখা পাওয়া যাবে সে সম্পূর্ণ রূপে কাফের হয়ে যাবে। যেমন কি একথা যে, যে কোন ব্যক্তির মধ্যে ঈমানের কোন একটি শাখা পাওয়া গেলে সে উহাতেই মু'মিন হতে পারেনা, যতক্ষন পর্যন্ত তার মধ্যে মূল ঈমান না আসবে। তাই "ال" দ্বারা যে কুফ্র ব্যবহার করা হয়েছে– যেমন, রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম) এর উক্তিঃ–

'ليس بين العبد و بين الكفر و الشرك إلا ترك الصلاة'

" বান্দা এবং কুফর ও শির্কের মাঝে ফারাক হচ্ছে শুধু নামায ত্যাগ করা।" আর যে হাঁ সূচক বাক্য ال (আলিফ লাম) ব্যতীত ব্যবহৃত হয়েছে দুটোর মাঝে অনেক তফাৎ রয়েছে।

সুতরাং উপরোক্ত দলীল সমূহ দ্বারা একথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, শরীয়তী কোন কারণ ব্যতীত নামায ত্যাগকারী কাফের, সেই কুফরীতে নিমজ্জিত যা ইসলাম থেকে বহিষ্কার করে দেয়। তাহলে সেই মতই সঠিক যা ইমাম আহম্মদ বিন হাম্বল অবলম্বন করেছেন। আর এটাই হচ্ছে ইমাম শাফেয়ীর দুটি উক্তির অন্যতম। যা আল্লামা ইবনে কাসীর (রাহমাতুল্লাহ) এই আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করেছেনঃ

'فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات'

"পরন্ত, তাদের পর সেই অযোগ্য, অবাঞ্ছিত লোকেরা তাদের স্থলাভিষিক্ত হল যারা নামাযকে বিনষ্ট করল আর নাফসের লালসা-বাসনার অনুসরণ করল।"–(মারইয়াম-৫৯)

আর ইবনুল কাইয়েম নিজ কিতাবে ('আস্-সালাত') একথা উল্লেখ করেছেন যে, এটা হচ্ছে ইমাম শাফেয়ীর দুটি মতের অন্যতম। এবং ইমাম তাহাভী(রহঃ) স্বয়ং ইমাম শাফেয়ী হতে নকল করেছেন।

আর এই উক্তির ভিত্তিতেই অধিকাংশ সাহাবাগণ একমত হয়েছেন। বরং অনেকে এ ব্যাপারে সাহাবাগণের ইজমা(ঐক্যমত) এর কথা উল্লেখ করেছেন, তাঁদের সকলের মতে নামায ত্যাগকারী কাফের।

আব্দুল্লাহ্ বিন শাকিক বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অয়াসাল্লামের সাহাবাগণ নামায ব্যতীত অন্য কোন আমল ত্যাগ করাকে কুফরী মনে করতেন না। (শুধু নামায পরিত্যাগ করাকে কুফুরী মনে করতেন।) (তিরমিযী ও আল হাকেম) বোখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী আল হাকেম হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।

প্রখ্যাত ইমাম ইসহাক বিন রাহ্‌বিয়া বলেনঃ নবী -সাল্লাল্লাহু আলাইহি অয়াসাল্লাম -হতে বিশুদ্ধ সুত্রে বর্ণিত হয়েছে যে নামায ত্যাগকারী কাফের। আর এটাই হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অয়াসাল্লামের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত আলেমগণের মত যে ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ত্যাগকারী কোন কারণ ব্যতীত নামাযের ওয়াক্ত অতিক্রম করে দিলে সে কাফের।

ইমাম ইবনে হায্‌ম উল্লেখ করেন যে, (নামায ত্যাগকারী কাফের) একথা উমর ফারুক, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ, মো'আয বিন জবাল, আবু হুরায়রা প্রমূখ সাহাবাগণ হতে বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর বলেনঃ আমরা উপরোক্ত সাহাবা কেরামগণের মধ্যে কোন মতবিরোধ পাইনি। (একথা আল্লামা মুনযেরী স্বীয় কিতাব তারগীব ও তারহীবে নকল করেছেন।)

তিনি আরও কতিপয় সাহাবাগনের নাম উল্লেখ করেন। যেমন আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস, জাবির বিন আব্দুল্লাহ এবং আবু দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)।

উপরোক্ত সাহাবাগন ব্যতীত অন্যদের মধ্যে হলেনঃ– ইমাম আহম্মদ বিন হাম্বল, ইসহাক বিনরাহওবীয়াহ, আবদুল্লাহ বিন মুবারক,

নাখয়ী, হাকাম বিন ওতায়বা, আইউব সুখশায়বা, যোহাইরা বিন হারব প্রমূখ।

যদি কোন ব্যক্তি প্রশ্ন করে যে, সে সব দলীল সমূহের কি জবাব দেয়া যাবে? যা সেই দলের লোকেরা পেশ করে থাকে যাদের মত এই যে, নামায ত্যাগকারী কাফের নয়।

তার উত্তরে আমরা বলব যে (তারা যে সব দলীল পেশ করে থাকে) তাতে কোথাও একথা নেই যে নামায ত্যাগকারী কাফের হয়না, অথবা সে মু'মিন হয়ে থাকবে অথবা সে জাহান্নামে যাবে না কিংবা সে জান্নাত লাভ করবে, অথবা অনুরূপ কিছু।

আর যে ব্যক্তি এসব দলীলসমূহ গভীর ভাবে চিন্তা ও গবেষণা করবে সে সমস্ত দলীল সমূহ কে পাঁচ ধরনের পাবে, তম্মধ্যে কোন একটিও সে সব দলীল ও প্রমাণের পরিপন্থী নয় যা প্রমাণ করে যে নামায ত্যাগকারী হচ্ছে কাফের।

প্রথম প্রকারঃ কতিপয় দুর্বল ও অস্পষ্ট হাদীস দ্বারা তারা নিজ মতকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তা কোন ফলদায়ক নয়।

দ্বিতীয় প্রকারঃ এমন দলীল যার সঙ্গে প্রকৃত মাসয়ালা কোন সম্পর্ক নেই। যেমন কেউ কেউ এই আয়াত পেশ করে থাকেনঃ

' إن الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء '

"আল্লাহ কেবল শির্কের গুনাহ-ই মাফ করেন না তবে তার থেকে ছোট যত গুনাহ আছে তা যার জন্য ইচ্ছা মাফ করে দেন।"–(আন নিসা-৪৮)

" مادون ذلك " -এর অর্থ হল, শির্ক থেকে ছোট গুনাহ। তার অর্থ এই নয় যে, "শির্ক ব্যতীত "। এই অর্থের সপক্ষে দলীল এই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অয়াসাল্লাম) যা সংবাদ দিয়েছেন তাকে মিথ্যা মনে করবে সে ব্যক্তি কাফের এবং

এমনই কুফরী করল যে, যার কোন ক্ষমা নেই, অথচ তার এই গুনাহ শির্কের অর্ন্তগত নয়।

আর একথা যদি মেনে নেয়া যায় যে "مادون ذلك" এর অর্থ শির্ক ব্যতীত অন্যান্য গুনাহ হলে এটা হবে ব্যাপক অর্থপূর্ণ যা সে সব দলীল দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়েছে যা কুফরী প্রমান করে সেই শির্ক ও কুফুরী ব্যতীত যা ইসলাম হতে বহিষ্কার করে দেয়, সেই কুফরী এমন গুনাহের অর্ন্তভূক্ত যা ক্ষমাহীন, যদিও তা শির্ক নয়।

তৃতীয় প্রকারঃ যে সমস্ত দলীল, দলীল সমূহ সাধারণ অর্থ বহণ করে তাহাকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে ঐ সমস্ত হাদীস দ্বারা যাহা প্রমাণ করে যে নামায ত্যাগ কারী কাফের ।[১]

যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি অয়াসাল্লাম) এর হাদিস মু'আয বিন জাবাল হতে বর্ণিতঃ যে কোন বান্দা সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোন সত্ত্বা নেই আর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি অয়াসাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল, তবে আল্লাহ তাকে (উক্ত বান্দাকে) জাহান্নামের জন্য হারাম করে দেবেন। এই হাদীসের বিভিন্ন শব্দ যা এসেছে তার মধ্যে এটা অন্যতম। আর এই ধরনের হাদীস বর্ণিত হয়েছে আবু হোরায়রা, ওবাদা বিন সামেত এবং এতবান বিন মালিক হতে(রাযিয়াল্লাহো আনহুম)।

চতুর্থ প্রকারঃ- এমন আম (ব্যাপক অর্থবাহী) যা এমন বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যার সাথে নামায ত্যাগ করা সম্ভব নয়। যে সমস্ত দলীল সমূহ সাধারণ অর্থ বহন করে উহাকে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে এমন দলীল দিয়ে যেমন ইতবান বিন মালিক হতে বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি অয়াসাল্লাম)

বলেন, আল্লাহ জাহান্নামের প্রতি সেই ব্যক্তিকে হারাম করেছেন যে (ব্যক্তি) সাক্ষ্য দেয় "لا إله إلا الله" ('লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্') আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মা'বুদ নেই, এবং এই কালেমা দ্বারা

[১]ইহাকে আরবী ভাষায় (আ'ম খাস) বলা হয়।

আল্লাহর সন্তুষ্টি চায়।(আল বুখারী)

মু'আয হতে বর্ণিত হাদীসে, নবী(সাল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম) বলেন,– 'যে ব্যক্তি একথার সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ্(সত্য মা'বুদ) নেই আর মুহম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম) (হচ্ছেন) আল্লাহর রাসূল', এটা অন্তর থেকে নিষ্ঠার সঙ্গে সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামের প্রতি হারাম করে দেবেন।(বুখারী)

এই দুটি সাক্ষ্যতে ইখলাস(আন্তরিকতা ও একনিষ্ঠতা) ও অন্তরের সততার শর্তারোপ করা হয়েছে, যা তাকে নামায ত্যাগ হতে বিরত রাখতে পারে। কারণ যে ব্যক্তি সততা ও একনিষ্ঠতার সঙ্গে(এই) সাক্ষ্য দেবে তার সততা ও একনিষ্ঠতা অবশ্যই তাকে নামায পড়তে বাধ্য করবে। আর এটা আবশ্যক, কারণ নামায হচ্ছে ইসলামের স্তম্ভ, আর তা হচ্ছে বান্দা ও তার প্রভুর মাঝে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যম। তাই যদি সে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে সৎ হয় তবে অবশ্যই সেই কাজ করবে যা তার সন্তুষ্টি পর্যন্ত পৌছায়। আর এমন কাজ থেকে বিরত থাকবে যে কাজ তার এবং তার প্রভুর মাঝে সম্পর্কে অন্তরায় সৃষ্টি করে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রদান করল যে আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ(সত্য মা'বুদ) নেই আর মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম) (হলেন) আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। তার এই সততা ও একনিষ্ঠতা অবশ্যই তাকে নামায প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য করবে - (আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ হয়ে) এবং আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম) অনুসারী হয়ে যাবে। কারণ, এসব হচ্ছে সেই সত্য সাক্ষীর আবশ্যকতার অন্তর্গত।

পঞ্চম প্রকার ঃ- সেই সব দলীল সমূহ যা এমন অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট যে অবস্থায় নামায ত্যাগ করার ওযর - আপত্তি গ্রহণ যোগ্য। যেমন সেই হাদীস যা ইমাম ইবনে মাজাহ্ (রহঃ) হোযায়ফা বিন ইয়ামান হতে বর্ণর্না করেছেন , তিনি বলেন নবী (সাল্লাল্লাহু

আলায়হি অসাল্লাম) বলেছেন ঃ ইসলাম মুছে যাবে যেমন কাপড়ের - নক্‌সা আস্তে আস্তে মুছে (উঠে) যায় - আল- হাদীস। তাতে রয়েছে যে মানুষের মধ্যে বৃদ্ধাদের একটা দল থেকে যাবে, তারা বলবে ঃ "আমাদের পূর্ব পুরুষদের এই কালেমা "لا إله إلا الله " লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্ আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মাবুদ নেই বলতে শুনেছি যার সত্যতা আমরাও স্বীকার করছি। সেলা নামক সাহাবী হুযায়ফাকে বললেন ঃ শুধু লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্ -তে কি হবে ? অথচ তারা জানেনা যে নামায , রোযা, হজ্জ, যাকাত ও সাদকা কি ? হুযায়ফা তাদের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। অতঃপর তিনবার সেই কথার পুনুরুক্তি করলেন, হুযায়ফা কোন উত্তর দিলেন না। তৃতীয়বার তার দিকে ফিরে বললেন তিনবারঃ হে সেলা! এই কলেমা তাদেরকে জাহান্নাম হতে মুক্তি দিবে। অতএব, সে সব মানুষ যাদেরকে এই কলেমা জাহান্নাম হতে মুক্তি দিল, তারা ইসলামের বিধান সমূহ ত্যাগের ব্যাপারে নির্দোষ ছিল, কারণ তারা এ বিষয়ে অজ্ঞাত ছিল। কাজেই তারা যতটা পালন করেছে ততটাই তাদের শেষ সামর্থ ছিল। তাদের অবস্থা ঠিক সেই লোকদের মত যারা ইসলামের বিধি-নিষেধ নির্দ্ধারিত হওয়ার পূর্বেই মারা গিয়েছে। অথবা তাদের মত যারা বিধান বাস্তবায়নের শক্তি অর্জনের পূর্বেই মারা গিয়েছে, যেমন কি সেই ব্যক্তি যে তাওহীদ(একত্ববাদের) কলেমার সাক্ষ্য দেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিধি-বিধান বাস্তবায়ন করার সক্ষমতা অর্জনের পূর্বেই মারা গিয়েছে। অথবা দারুল কুফ্‌র(কাফেরের দেশে) ইসলাম গ্রহণ করল, অতঃপর ইসলামী(শরীয়তী) বিধি-বিধানের জ্ঞান লাভের সুযোগ পাওয়ার পূর্বেই মারা গেল।

মোদ্দা কথা এই যে, যারা নামায ত্যাগকারীকে কাফের মনে করে না তারা সে সব দলীল পেশ করে থাকে তা সেসব দলীলের তুলনায় দুর্বল যা নামায ত্যাগকারীকে কাফের বলে প্রমাণ করে। কারণ, (যারা কাফের না মনে করে) তারা যে সব দলীল পেশ করে

থাকে সেগুলি যয়ীফ-দুর্বল ও অস্পষ্ট, অথবা যাতে মোটেই তার প্রমাণ নেই। অথবা এমন এমন গুনের সাথে সম্পৃক্ত যার বর্তমানে নামায ত্যাগ করা সম্ভব নয়, অথবা এমন অবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাতে নামায ত্যাগের ওযর গ্রহণ যোগ্য। কিংবা হয়ত সেই দলীল সমূহ "আম" (ব্যাপক অর্থবাহী) যা নামায ত্যাগকারীর কুফরীর দলীল সমূহ দ্বারা খাস(বিশেষিত) করা হয়েছে।

অতএব যখন "নামায ত্যাগকারী কুফরী" এমন বলিষ্ট দলীল দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল যে, যে দলীলের বিরুদ্ধে তার সমতুল্য কোন দলীল নেই, তাহলে তার উপর কুফরী ও মুরতাদ হওয়ার বিধান অবশ্যই প্রযোজ্য হবে। কারণ বিধান সঙ্গত কারণেই তার সাথে ইতিবাচক ও নেতিবাচক ভাবে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ সেই বিধানের কারণ পাওয়া গেলে তা প্রযোজ্য হবে, আর যদি কারণ না পাওয়া যায় তবে তার বিধান প্রযোজ্য হবেনা।

* * *

"দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ"

নামায ত্যাগের কারণে অথবা অন্য কোন কারণে মুরতাদ (ইসলাম বিমূখ) হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে প্রযোজ্য বিধানাবলীঃ

মুরতাদ(ইসলাম বিমূখ) হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কতিপয় ইহলৌকিক ও পারলৌকিক বিধান প্রযোজ্য হয়ে থাকে।

প্রথমতঃ

পার্থিব বিধান সমূহ ঃ

১। তার বেলায়াত (অভিভাবকত্ব) শেষ হয়ে যাওয়াঃ

তাই তাকে এমন কোন কাজে ওলী (অভিভাবক) বানানো বৈধ নয় যাতে ইসলাম বেলায়ত (অভিভাবকতার)শর্তারোপ করেছে। অতএব এর উপর ভিত্তি করে তাকে নিজ অযোগ্য সন্তান ও অন্যান্যদের উপর ওলী (অভিভাবক) নিযুক্ত করা বৈধ হবেনা। এবং তার তত্ত্বাবধানে তার যেসব মেয়েরা বা অন্য কেউ রয়েছে তাদের বিয়ে দিতেও পারবেনা।

আর আমাদের ফোকাহা (ইসলামী শিক্ষা বিশারদগণ) তাঁদের সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত কিতাবে পরিস্কার ভাষায় বলেছেন ঃ "ওলী "র (অভিভাবকের) শর্ত হচ্ছে মুসলমান হওয়া যখন সে কোন মুসলিম মেয়ের বিয়ে দিবে।

তাঁরা আরও বলেন যে, মুসলিম মেয়ের জন্য কাফের ব্যক্তির বেলায়ত (অভিভাবকত্ব) চলবেনা।

আর ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ যোগ্য ওলী ব্যতীত বিয়ে বৈধ নয়। আর সব চাইতে বড় যোগ্যতা হচ্ছে ইসলাম ধর্মাবলম্বন। আর নিকৃষ্টতম মূর্খতা ও অযোগ্যতা হচ্ছে কুফরী ও ইসলাম হতে বিমুখ হওয়া। আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

'ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه'

"এবং ইব্‌রাহীমের জীবন- পন্থাকে ঘৃণা করবে কে ? বস্তুতঃ যে নিজেকে মুর্খতা ও নির্বুদ্ধিতায় নিমজ্জিত করেছে। সে ব্যতীত আর কে এরূপ ধৃষ্টতা করতে পারে ? " -(আল বাকারাহ-১৩০)

২। তার আত্মীয়দের মীরাস (পরিত্যাক্ত ধণ) হতে বঞ্চিত হয়ে যাবেঃ

কারণ কাফের মুসলমানের ওয়ারিস হতে পারেনা, আর মুসলিম কাফেরের মালের ওয়ারিস হয়না।

ওসামা বিন যায়েদ হতে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে নবী- সাল্লাল্লাহু আলায়হি অয়াসাল্লাম- বলেন ঃ "মুসলিম কাফেরের ওয়ারিস হবেনা আর কাফেরও মুসলিমের ওয়ারিস হবেনা।" -(বুখারী-মুসলিম ও অন্যান্য)

৩। মক্কা ও তার হারামের এলাকায় প্রবেশ হারাম (নিষিদ্ধ):

কারণ আল্লাহ বলেন ঃ

"يأيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا"

"হে ঈমানদার ব্যক্তিগণ, মুশরিক লোকেরা নাপাক। অতএব এই বৎসরের পরে তারা যেন মসজিদে হারামের নিকটেও না আসতে পারে।" -(আত তাওবা-২৮)

৪। গৃহপালিত জন্তু উক্ত ব্যক্তি দ্বারা যবেহ করা হলে তা হারাম ঃ

গৃহপালিত জন্তু, উষ্ট, গাভী-গরু ও ছাগল ইত্যাদি যা হালাল করার জন্য যবেহ করা শর্ত রয়েছে।

কারণ যবেহ করার শর্তাবলীর একটি এই যে, যবেহ কারীকে মুসলিম অথবা কিতাবী (ঈহুদী বা নাসারা) হতে হবে। কিন্তু মুরতাদ (ইসলাম বিমূখ ব্যক্তি) পৌত্তলিক,অগ্নিপূজক ও এই ধরনের অন্য কেউ, তারা যা যবেহ করবে তা হালাল হবেনা।

তাফসীর কারক খাযিন স্বীয় তাফসীরে বলেন ঃ ওলামারা এ ব্যাপারে একমত যে মজুসের (অগ্নি পূজকের) এবং সমস্ত বহুত্ব বাদীদের সে আরবের মুশরিকরা হোক কিংবা মূর্তিপূজকরা হোক এবং যাদের কোন কিতাব দেয়া হয়নি তাদের যবেহকৃত সমস্ত জন্তু হারাম।

ইমাম আহম্মদ (রাহেমাহুল্লাহ্) বলেন ঃ আমি জানিনা যে এর বিপক্ষে কেউ কোন মত পোষন করেছে, তবে হ্যাঁ যদি সে বেদাতী হয় তবে বলতে পারে।

৫। বেনামাযীর জন্য মৃত্যুর পরে তার উপর জানাযা পড়া হারাম ও তার জন্য মাগফিরাত (গুনাহ মাফের) ও রহমতের (আল্লাহর দয়া ও করুনার)দু'আ করা হারাম।

কারণ আল্লাহ এরশাদ করেন ঃ-

"ولاتصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون"

" আর তাদের কেহ মরে গেলে তার জানাযা তুমি কখনই পড়বেনা, তার কবরের পাশে কখনও দাঁড়াবেনা। কেননা তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী করেছে। আর তারা মরেছে এমন অবস্থায় যে তারা ফাসেক ছিল।" - (আত তাওবা -৮৪)

"ماكان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ماتبين لهم أنهم أصحاب الجحيم . وماكان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم"

"নবী এবং ঈমানদার লোকদের পক্ষে শোভা পায়না যে, তারা মুশরিকদের জন্য মাগফিরাতের দু'আ করবে, তারা তাদের আত্মীয় স্বজনই হোক না কেন, যখন তাদের নিকট একথা সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, তারা জাহান্নামে যাওয়াই উপযুক্ত।

ইব্রাহীম তার পিতার জন্য যে মাগফেরাতের দু'আ করেছিলেন তা ছিল সেই ওয়াদার কারণে যা তিনি তার পিতার

নিকট করেছিলেন। কিন্তু যখন তার নিকট সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে তাঁর পিতা আল্লাহর দুশমন তখন তিনি তার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সত্য কথা এই যে, ইব্‌রাহীম বড়ই কোমল হৃদয়, আল্লাহ-ভীরু ও পরম ধৈর্য্যশীল লোক ছিলেন।” (আত তাওবা -১১১৩,১১৪)

আর যে ব্যক্তি কুফরীর উপর মৃত্যু বরণ করল তার সেই কুফরী যে কোন কারণেই হোক না কেন তার জন্য কোন মানুষের মাগফেরাত ও রহমতের দু'আ করা দু'আতে বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘনের অর্ন্তগত ও এক ধরনের আল্লাহর সাথে ঠাট্টা-তামাশা করা এবং নবী-সাল্লাল্লাহু আলায়হি অয়াসাল্লাম-এর ও মুমিন ব্যক্তিদের পথ হতে বহিস্কার হওয়ার অর্ন্তগত।

যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ও পরকালের উপর বিশ্বাস রাখে সে কিভাবে সেই ব্যক্তির জন্য মাগফিরাত ও রহমতের দু'য়া করবে যার মৃত্যু কুফরী অবস্থায় ঘটেছে, আর সে হচ্ছে আল্লাহর দুশমন– এটা কি সম্ভব ?

তাই মহান আল্লাহর এরশাদ হচ্ছেঃ

'من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، فإن الله عدو للكافرين'(البقرة – ٩٨)

“যারা আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর পয়গম্বর এবং জিব্রাইল ও মিকাঈলের শত্রু, স্বয়ং আল্লাহ সেই কাফেরদের শত্রু।”

(আল বাকারাহ-৯৮)

এ আয়াতে আল্লাহ এ কথা পরিস্কার করে দেন যে, তিনি হচ্ছেন সমস্ত কাফেরদের শত্রু।

তাই সমস্ত মু'মিনদের জন্য প্রতিটি কাফের হতে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা অপরিহার্য্য কেননা মহান আল্লাহ এরশাদ করেনঃ

'وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مماتعبدون، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين'(الزخرف– ٢٦–٢٧)

"স্মরণ কর সেই সময়ের কথা যখন ইব্‌রাহীম তাঁর পিতা ও তাঁর জাতির লোকদের বলেছিলেনঃ তোমরা যাদের বন্দেগী কর তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমার সম্পর্ক কেবল মাত্র তাঁর সাথে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আর তিনি আমাকে পথ দেখাবেন।"(আয যুখরুখ- ২৬,২৭)

আরও এরশাদ হচ্ছেঃ

" قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهيم والذين معه إذقالوا لقومهم إنا براء منكم ومماتعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده " (الممتحنة -٤)

"তোমাদের জন্য ইব্‌রাহীম ও তাঁর সঙ্গী সাথীদের মধ্যে একটা উত্তম আদর্শ রয়েছে। তাঁরা তাঁদের জনগণকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেনঃ আমি তোমাদের হতে এবং আল্লাহকে ছেড়ে যে মা'বুদের তোমরা পূজা- উপাসনা কর তাদের হতে সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্ক ও বিমুখ। আমরা তোমাদের অস্বীকার করেছি এবং আমাদের ও তোমাদের মাঝে চিরকালের জন্য শত্রুতা স্থাপিত হয়েছে ও বিরোধ ব্যবধান শুরু হয়ে গেছে- যতক্ষন তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান না আনবে।"(আল মুমতাহিনা-৪)

আর যেন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি অয়াসাল্লাম)-এর এ ব্যাপারে অনুকরণ পাওয়া যায়, তাই মহান আল্লাহ এরশাদ করেনঃ

" وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله برئ من المشركين ورسوله" (التوبة-٣)

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে সাধারণ ঘোষণা (সমস্ত মানুষের প্রতি) হজ্জের বড় দিনে এই যে আল্লাহ মুশরিকদের সাথে সম্পর্কহীন এবং তাঁর রাসূলও।" (আত তাওবা-৩)

আর ঈমানের সব চাইতে দৃঢ় রজ্জু হল আল্লাহর জন্য ভালবাসা, আল্লাহর জন্য ঘৃনা করা, আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব স্থাপন করা

এবং আল্লাহর স্বার্থে শত্রুতা করা, এইভাবে যেন আপনি নিজের ভালবাসার স্বার্থে, ঘৃনার স্বার্থে, বন্ধুত্ব স্থাপনে, শত্রুতা প্রদর্শনে মহান আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির সন্ধানী হয়ে যান।

৬) মুসলিমা মেয়ের সঙ্গে বেনামাযীর বিয়ে হারামঃ

কারণ সে ব্যক্তি কাফের আর কাফেরের জন্য মুসলিমা মেয়ে স্পষ্ট দলীল দ্বারা ও ইজমা দ্বারা হারাম।

মহান আল্লাহ এরশাদ করেনঃ

يأيها الذين آمنوا إذاجـاءكم المؤمنـات مهـاجرات فـامتحنوهن ، اللـه أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلاترجعوهن إلـى الكفـار، لاهـن حـل لهم ولاهم يحلون لهن. (الممتحنة - ١٠)

"হে ঈমানদার লোকেরা, ঈমানদার মহিলারা যখন হিজরত করে তোমাদের নিকট আসবে, তখন তাদের (ঈমানদার হওয়ার ব্যাপারটা) যাঁচাই-পরখ কর আর তাদের ঈমানের প্রকৃত অবস্থা আল্লাহই ভাল জানেন। তোমরা যদি নিঃসন্দেহে জানতে পার যে তারা মু'মিনা তাহলে তাদেরকে কাফেরদের নিকট ফিরিয়ে দিওনা। না তাঁরা কাফেরদের জন্য হালাল আর না কাফেররা তাঁদের জন্য হালাল।" (আল মুমতাহিনা-১০)

আল মুহনী কিতাবে (৬/৫৯২) বলা হয়েছেঃ আহলে কিতাব ব্যতীত সমস্ত কাফেরের মেয়েরা ও তাদের যবাহকৃত জীবজন্তু হারাম হওয়ার ব্যাপারে বিদ্বানগণের মধ্যে কোন মতভেদ নেই।

আরো বলেনঃ মুরতাদ (ইসলাম বিমূখ) মেয়েদের বিয়ে করা হারাম সে যে কোন দ্বীনে হোক না কেন। কারণ তার জন্য সেই ধর্ম সাব্যস্ত হয়নি যা সে অবলম্বন করেছে। কাজেই সে হালাল হতে পারে না।

আর (আল মুগনী ৮/১৩০ মুরতাদের পরিচ্ছেদে) বলা হয়েছেঃ যদি সে বিয়ে করে তবে বিয়ে শুদ্ধ হবেনা, কারণ তাকে

বিয়ের উপর সাব্যস্ত রাখা চলবেনা। কাজেই যদি বিয়েতে সাব্যস্ত না রাখা চলে, তবে বিয়েও বৈধ হতে পারে না। যেমন মুসলিমা মেয়ের বিয়ে কাফেরের সঙ্গে দেয়া হারাম। *

তাই আপনি ত দেখতে পেলেন যে মুরতাদ মেয়েকে বিয়ে করা পরিষ্কার ভাবে হারাম করা হয়েছে। অপরপক্ষে মুরতাদ পুরুষের সঙ্গে(মুসলিমার) বিয়ে অশুদ্ধ। সুতরাং যদি বিয়ের বন্ধন হওয়ার পর ইসলাম-বিমূখ (মুরতাদ)হয়ে যায় তবে কি হতে পারে ?

(আল মুগনী ৬/২৯৮) বলা হয়েছেঃ যদি স্বামী-স্ত্রীর কোন একজন বাসরের পূর্বেই মুরতাদ(ইসলাম-বিমূখ) হয়ে যায়, তবে সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, আর কেউ কারও মালের ওয়ারিস (উত্তরাধিকারী) হবেনা। আর যদি বাসরের পর মুরতাদ হয় তবে এ ব্যাপারে দুটি মত রয়েছে।

প্রথমঃ সঙ্গে সঙ্গে তাদের (মধ্যে) বিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

দ্বিতীয়ঃ ইদ্দত পূর্ণ হলেই বিয়ে বাতিল হয়ে যাবে।

আরও (আলমুগনীতে ৬/৬৩৯) বলা হয়েছেঃ বাসরের পূর্বে মুরতাদ হওয়ার কারণে বিয়ে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে, এটা সমস্ত বিদ্যানদের একমত, এবং এর স্বপক্ষে দলীল পেশ করা হয়েছে।

আর বাসরের পর মুরতাদ হলে ইমাম মালিক ও আবু হানীফার নিকট সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে।

আর ইমাম শাফেয়ীর নিকট ইদ্দতের পর বিয়ে বিচ্ছেদ হবে।

এখানে একথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, চারজন ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে স্বামী-স্ত্রীর কোন একজন মুরতাদ হলে বিয়ে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। কিন্তু যদি বাসরের পূর্বে মুরতাদ হয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে।

*হানাফী কিতাব(মাজমাউল আনহারে আছে ১/২০২) মুরতাদ পুরুষ বা মুরতাদ মেয়েকে বিয়ে করা জায়েব নয়। কারণ এ ব্যাপারে সাহাবাগণ একমত তাঁদের ইজমা রয়েছে।

আর যদি বাসরের পর মুরতাদ হয় তবে ইমাম মালিক ও ইমাম আবু হানীফার (রাহেমাহুমাল্লাহ্) নিকট তক্ষনই বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটবে। আর ইমাম শাফেয়ীর নিকট ইদ্দত পার হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, তারপর বিচ্ছেদ ঘটবে। আর ইমাম আহম্মদ হতে দুটি রেওয়াত উপরোক্ত দুই মাযহাবের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

আরও(আল মুগানী ৬/৬৪০ পৃষ্ঠায়) বলা হয়েছেঃ স্বামী-স্ত্রীর উভয় যদি একই সঙ্গে মুরতাদ(ইসলাম বিমুখ) হয়ে যায়, তবে তার হুকুমও অনুরূপ যেমন হুকুম রয়েছে উভয়ের মধ্যে কোন একজন মুরতাদ হলে। যদি বাসরের পূর্বে মুরতাদ হয় তবে সঙ্গে সঙ্গেই বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে যাবে, আর যদি বাসরের পরে মুরতাদ হয় তবে কি বিবাহ বিচ্ছেদ সঙ্গে সঙ্গে হবে ? এ ব্যাপারে দুটো রেওয়াত আছে। ইমাম শাফেয়ীর নিকট ইদ্দত পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।

ইমাম আবু হানীফা(রহঃ) থেকে বর্ণিত যে এই ক্ষেত্রে (অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর দুজনেই যদি একই সঙ্গে মুরতাদ হয়) তবে বিয়ে বিচ্ছেদ হবে না, এটা ফাতওয়ার ভিত্তি (استحسان) ইস্‌তেহ্‌সানের উপর।**

কারণ তাদের দুজনের ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন হয়নি (বরং দুজনেই একই ধর্মে মুরতাদ হয়েছে) এটা ঠিক তেমনই যেমন দুজনই যদি একই সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করে।

অতঃপর আল মুগনীর লেখক ইমাম আবু হানীফার এই কিয়াসের উত্তর ইতিবাচক ও নেতিবাচক ভাবে দেন।

আর যখন একথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, মুরতাদের (ইসলাম বিমুখীর) বিয়ে কোন মুসলিমের সঙ্গে শুদ্ধ নয়, সে স্ত্রীলোক হোক বা পুরুষ। আর এটাই কিতাব ও সুন্নাহ্ হতে পরিষ্কার ভাবে প্রমাণ, আর এটাও পরিষ্কার হয়ে গেল যে নামায ত্যাগকারী হচ্ছে কাফের যা

**(استحسان) অর্থাৎঃ মুজতাহিদের সামনে দুটো দলীল একে অপর বিরোধী আসলে একটিকে ত্যাগ করে অপরটিকে পছন্দ করে (নুযহাতুল খাতির ১/৪০৯)।

কোরআন ও সুন্নাহ্ দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ, এবং সমস্ত সাহাবাগণের মতও তাই, তাহলে একথাও পরিষ্কার হয়ে গেল যে কোন ব্যক্তি যদি নামায না পড়ে, আর কোন মুসলিমা মেয়েকে বিয়ে করে, তবে তার বিয়ে বিশুদ্ধ নয়, আর সেই মেয়ে এই (বিয়ের) বন্ধন দ্বারা তার জন্য হালালও নয়। সে যদি আল্লাহর নিকট তওবা করে এবং ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তন করে তাহলে আবার নতুন করে বিয়ের বন্ধন করতে হবে।

আর ঠিক অনুরূপ বিধান সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যদি সেই **মেয়ে নামায ত্যাগকারীণী হয়।**

অবশ্য এটা কাফেরদের **কুফরী অবস্থায়** সংঘটিত বিয়ে থেকে **ভিন্ন ব্যাপার, উদাহরণ** স্বরূপ যেমন **একজন** কাফের পুরুষ কাফের **মেয়েকে বিয়ে করল, অতঃপর উক্ত স্ত্রী** ইসলাম গ্রহণ করল, এই **অবস্থায় যদি সেই মেয়ে বাসরের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করে থাকে তবে বিয়ে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে।**

আর যদি সেই মেয়ে বাসর হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করে তবে বিয়ে বিচ্ছেদ হবে না, তবে স্বামীর ইসলাম গ্রহণের অপেক্ষায় থাকবে। যদি ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বেই স্বামী ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে সে মেয়ে তারই স্ত্রী রূপে বহাল থাকবে।

আর যদি স্বামীর ইসলামের পূর্বেই ইদ্দত শেষ হয়ে যায় তাহলে সেই স্বামীর তার উপর কোন অধিকার থাকবে না, কারণ এখানে পরিষ্কার হয়ে গেল যে সেই মেয়ের ইসলাম গ্রহণ করাতেই বিয়ে বিচ্ছেদ হয়ে গেছে।

কাফেররা নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি অয়াসাল্লামের যুগে তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে একই সময় ইসলাম গ্রহণ করত, এবং নবী- সাল্লাল্লাহু আলায়হি অয়াসাল্লাম- তাদেরকে নিজ নিজ বিয়ের উপর সাব্যস্ত রাখতেন। হ্যাঁ, তবে যদি তাদের মধ্যে বিয়ে হারাম হওয়ার কারণ পাওয়া যেত তাহলে আলাদা কথা, যেমন হয়ত স্বামী-স্ত্রী

দুজনই মাজুস (অগ্নিপূজক) এবং তাদের দুজনের মাঝে এমন আত্মীয়তা রয়েছে যাতে তাদের একে অপরের সঙ্গে বিয়ে হারাম। অতএব, যখন তারা দুজন ইসলাম গ্রহণ করবে তখন তাদের বিয়ে হারাম হওয়ার কারণ বিদ্যমান থাকার জন্য তাদের বিবাহ-বিচ্ছেদ করে দেয়া হবে। উপরোক্ত মাসয়ালাটি সেই মাসয়ালার মত নয়, যে কোন মুসলিম ব্যক্তি নামায ত্যাগের কারণে কাফের হয়ে যায়, অতঃপর কোন মুসলিমা মেয়েকে বিয়ে করে। মুসলিমা মেয়ে কাফেরের জন্য হালাল নয়, এটা কুরআন-হাদীসের স্পষ্ট দলীল ও ইজমা দ্বারা প্রমাণ যেমন কি এর পূর্বে আলোচিত হয়েছে যদিও সে কাফের মুরতাদ না হয় বরং প্রকৃত কাফের হয়। তাই যদি কোন কাফের ব্যক্তি কোন মুসলিমা মেয়েকে বিয়ে করে তবে তার বিয়ে বাতিল হবে। এবং তাদের মাঝে বিবাহ-বিচ্ছেদ করা আবশ্যক হয়ে পড়বে। তারপর যদি সেই ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে ও সেই মেয়েকে ফিরিয়ে নিতে চায় তবে যতক্ষন নতুন বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ না করবে ততক্ষন তার জন্য তা সম্ভব নয়।

৭। নামায ত্যাগকারী ব্যক্তি কোন মুসলিমা মেয়েকে বিয়ে করে যে সন্তান হবে তার বিধানঃ

মায়ের দিকে লক্ষ্য করলে বলা যাবে যে সর্বাবস্থায় সন্তান হচ্ছে মায়ের।

পুরুষের দিকে লক্ষ্য করলে বলা যাবে যে যারা নামায ত্যাগকারীকে কাফের মনে করে না তাদের মতে সর্বাবস্থায় সেই সব সন্তান তার, কারণ(এদের মতে) তার বিয়ে শুদ্ধ ছিল।

কিন্তু যারা নামায ত্যাগকারীকে কাফের মনে করেন, আর সে মতটাই সঠিক, যেমন কি খুঁটি-নাটি আলোচনা প্রথম পরিচ্ছদে হয়ে গেছে(সেই মতের উপর ভিত্তি করে) আমরা খতিয়ে দেখব যদি স্বামী একথা না জানেন যে তার বিয়ে বাতিল ছিল, বা তার এটা আকীদা(ধর্মীয় বিশ্বাস) ছিলনা যে (বেনামাযী কাফের) তাহলে তারই

সন্তান গন্য করা হবে, কারণ এই অবস্থায় তার ধারণায় স্ত্রী মিলন বৈধ ছিল, তাই এই মিলন তার(وطئ شبهة) সংশয়ের মিলন ছিল যাতে বংশ সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

আর যদি স্বামী একথা জানেন যে, তার বিয়ে বাতিল ছিল, আর তার এই আকীদা(বিশ্বাস)ও থাকে, তবে সন্তান তার হবেনা। কারণ তার সন্তান এমন বীর্য্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে যার সম্বন্ধে তার ধারণা ও বিশ্বাস যে তার সহবাসে হারাম হয়েছে কারণ সেই সহবাস এমন স্ত্রীর সাথে হয়েছে যে স্ত্রী তার জন্য হালাল ছিলনা।

দ্বিতীয়তঃ মুরতাদ হওয়ার কারণে পরকালের বিধানাবলীঃ

১। ফিরিশতাগণ মুরতাদকে ধমকাতে ও শাসাতে থাকবে শুধু তাই নয় বরং তাদের মুখমন্ডলে ও পশ্চাতে মারতে থাকবেঃ

মহান আল্লাহ এরশাদ করেনঃ

"ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد." *الأنفال - ٥٠ -٥١*

"তোমরা যদি সেই অবস্থা দেখতে পেতে ফিরিশতারা যখন কাফেরদের রূহ কবয করেছিল! তারা তাদের মুখমণ্ডল ও পশ্চাৎ দেহের উপর আঘাত করছিল, এবং বলছিল ঃ লও এখন আগুনে জ্বলবার শাস্তি ভোগ কর!"

এটা সেই শাস্তি, যার আয়োজন তোমাদের হাতসমূহ পূর্বাহ্নেই করেছিল, নতুবা আল্লাহ তো তার বান্দাহ্দের প্রতি যুলুমকারী নন।" (আল আনফাল ৫০-৫১)

২। তাদের (মুরতাদদের) হাশর হবে কাফের ও মুশরিকদের সাথে, কেননা , তারা তাদেরই অন্তর্গতঃ

মহান আল্লাহ এরশাদ করেনঃ

"احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وماكانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم" *الصافات* - ٢٢-٢٣

"(হুকুম হবে)ঃ সব যালেম, তাদের সব সংগী-সাথী এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা যে সব মা'বুদের বন্দেগী করত তাদের সকলকেই ঘেরাও করে নিয়ে এস। অতঃপর তাদেরকে জাহান্নামের পথ দেখাও।" (আস্ সাফফাত ২২-২৩)

৩। তারা জাহান্নামে স্থায়ীভাবে চিরদিন থাকবেঃ

কারণ মহান আল্লাহ বলেনঃ

« إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيراً ، خالدين فيها أبداً لا يجدون ولياً ولا نصيراً ، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول » .
الأحزاب ـ ٦٤ ـ ٦٦

"নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদের উপর অভিশাপ করেছেন এবং তাদের জন্য জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত করে রেখেছেন, সেখানে তারা কোন সাহায্যকারী বন্ধু পাবেনা। সেদিন তাদের মুখমণ্ডল আগুনের উপর উল্টানো পাল্টানো হবে, তখন তারা বলবেঃ হায়, আমরা যদি আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য করতাম!" (আহযাব ৬৪-৬৬)

এই বিরাট মাসয়ালার ব্যাপারে যা কিছু আমি বলতে চেয়ে ছিলাম তা এখানেই সমাপ্ত হল, যে সমস্যায় অনেক লোক নিমজ্জিত। যে ব্যক্তি তাওবা করতে চায় তার জন্য তাওবার দরজা উন্মুক্ত রয়েছে। অতএব, হে মুসলিম ভাই! আল্লাহর নিকট একনিষ্ঠতার সাথে অতীতের পাপের প্রতি লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে একথার দৃঢ় সংকল্প করুন যে আমি আর পাপের কাজে যাবনা, এবং খুব বেশী বেশী সৎ কাজ করব।

মহান আল্লাহর এরশাদ হচ্ছেঃ

"إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فألئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا" *الفرقان* – ٧٠-٧١

"যারা (এসব গুনাহ্ করার পর) তওবা করে নিয়েছে এবং ঈমান এনে আমল করতে শুরু করেছে এই লোকদের দোষ-ত্রুটি ও

অন্যায়কে আল্লাহ তা'আলা ভাল দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন, আর তিনি বড় ক্ষমাশীল, দয়াবান। যে ব্যক্তি তাওবা করে নেক আমলের নীতি গ্রহণ করে সে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে যেমন ফিরে আসা উচিত।" (আল ফুরকান-৭০,৭১)

মহান আল্লাহর নিকট আবেদন জানাই যে, তিনি যেন আমাদেরকে স্বীয় কাজে যোগ্যতা প্রদান করেন, আর আমাদের সকলকে তাঁর সঠিক ও সোজা পথ প্রদর্শন করেন, তাঁদের পথ যাদের প্রতি আল্লাহ নেয়ামত দান করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন আম্বিয়া, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎ কর্মশীল ব্যক্তি বর্গ যাঁরা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট তাদের পথে নয়।

সমাপ্ত

যারা বিনা মূল্যে বিতরণ করতে চাই তাদেরকে আমাদের প্রকাশিত বই সমূহের উপরের সমুগ্রাম দেওয়া। এই পুস্তিকা অথবা আমাদের অন্যান্য প্রকাশিত বই সমূহ প্রকাশনার অনুমতি রয়েছে, তবে এই শর্তে যে তাতে কোন রকম হের ফের না হয়।

حكم تارك الصلاة

تأليف

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

أخي الكريم وأختي الكريمة

ندعوكم للمشاركة في إنجاح أعمال المكتب وتحقيق طموحاته من خلال إسهامكم بالأفكار والمقترحات والدعم المادي والمعنوي.

فلا تحرم نفسك الأجر بالمشاركة في دعم أعمال المكتب

الدال على الخير ... كفاعله

م	إسم الحساب	رقم الحساب	غرض الحساب
١	التبرعات العامة	١٩٥٦٠٨٠١٠١٠٢٠٠٧	خاص بتسيير أعمال المكتب كمثل رواتب الدعاة والعاملين وخدمات أخرى
٢	تبرعات المكتب	١٩٥٦٠٨٠١٠١٠٦٥٥٢	خاص بطباعة الكتب والمطويات وغيرها
٣	تبرعات الزكاة	١٩٥٦٠٨٠١٠١٠٨١٣٧	خاص بأصناف الزكاة
٤	مقر المكتب	١٩٥٦٠٨٠١٠١٣٣٥٥٦	خاص بتشييد مباني المكتب

الحساب الموحد لجميع حسابات المكتب (١٩٥٦٠٨٠١٠٢١٠٠٠٨) لدى مصرف الراجحي

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بسلطانة
تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
E.mail : Sultanah22@hotmail.com

ردمك: ٩٩٦٠-٩٠٤٧-١-٧